সমষ্টিভাগী তহবিল (CPF) নিয়ে যে প্রশ্ন বারবার আসে।

(ক) আমাদের CPF র প্রয়োজন কেন ?

বাস্তবে সমষ্টির অংশগ্রহণ খুবই কঠিন, আসলে সমাজ বা সমষ্টি সহজে প্রয়োজনীয় মঞ্চ পায় না যেখান থেকে অর্থপূর্ণভাবে কোন কাজে নিয়োজিত হতে পারে। সমষ্টি অংশগ্রহণ তহবিল হ'ল অনেকটা সমষ্টির অংশগ্রহণের আঁতুরঘর যেখান থেকে সমষ্টি নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, নিজেরাই পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে এবং এভাবে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবে।

(খ) সমষ্টি কেন্দ্রিক প্রকল্প আরও অনেক আছে, তাহলে JNNURM কর্মসূচীতে CPF এর প্রয়োজনীয়তা কতটা ?

অঞ্চলসভা হল সমষ্টির অংশগ্রহণের স্থায়ী তৃণমূল স্তর। এমন নয় যে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য অঞ্চলসভা তৈরী হবে আবার ভেঙ্গে দেওয়া হবে, এটা থাকবে সমষ্টির অংশগ্রহণের মঞ্চ হিসাবে। বিভিন্ন কারণে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে রাতারাতি এমন মঞ্চ তৈরি হয়ে যাবে অথবা এমন কোন মঞ্চ সমষ্টিকে দিলেই তাঁরা তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারবেন। এই তহবিলের উদ্দেশ্য হ'ল সমষ্টির অংশগ্রহণের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির ও প্রস্তাব তৈরীর জন্য অর্থ সাহায্য করা, যাতে সমষ্টি ছোট ছোট কাজের অভিজ্ঞতা থেকে JNNURM র মতো বড় প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে।

(গ) আর বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ কীভাবে JNNURM - র লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করবে ?

JNNURM -র অনেকগুলি লক্ষ্যের মধ্যে একটি হল, পৌরসভাগুলি নিজেদের লক্ষ্য নিজেরাই ঠিক করবে, বেশি স্বশাসিত হবে ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহির জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। পৌরএলাকায় স্বায়ত্বশাসন এর মূল উপাদান দুটি ঃ প্রথমত সকল স্বত্বভোগী শহরের লক্ষ্য স্থির

করার ব্যাপারে অংশ নিতে পারেন এবং দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র বা রাজ্যসরকারের মতো পৌরসভাও সকল স্বত্বভোগীদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু এর কোনটাই সম্ভব নয় যদি না JNNURM এ যেমন বিবেচনা করা হচ্ছে, তেমন ভাবে অঞ্চল সভার মতো মঞ্চ থাকে যেখান থেকে সমষ্টি অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) কী কী ধরণের প্রকল্পে CPF উৎসাহ দেবে ?

উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা প্রকল্পের কথা আগেই বলা হয়েছে। যদিও ঐগুলি সব নয়, নির্দেশিকায় বলা হয়েছে কী কী ধরণের প্রকল্পে অর্থ দেওয়া যাবে অথবা কী কী ধরণের প্রকল্পে অর্থ দেওয়া যাবে না। CPF প্রকল্পগুলি একবারেই স্থানীয় হবে, কারিগরি দিকথেকে খুব জটিল হবে না আর তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে।

(ঙ) পোলিং বুথ বা অঞ্চলসভার সদস্যদের দিয়ে প্রজেক্টটি অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন কী ?

JNNURM এ যেমন ভাবা হয়েছে, তা হল অঞ্চলসভার মতো এক দীর্ঘস্থায়ী মঞ্চকে সমষ্টির অংশগ্রহণের জন্য কাজে লাগানো আর CPF উদ্দেশ্য হল সমষ্টিকে সেভাবেই প্রস্তুত করা। তাছাড়া স্বায়ত্বশাসন পদ্ধতি থেকে সমষ্টির অংশগ্রহণ পৃথক হতে পারে না। বস্তুতঃ সমষ্টির অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন অনেক সমৃদ্ধ হয়। CPF এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সমষ্টির প্রকল্পে সহায়তা করা নয়, অংশগ্রহণের যে কাঠামো আছে তাকে পৌর পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে সহায়তা করা। পোলিং বুথ হবে এলাকা নথিভুক্ত নির্দিষ্ট ভোটারদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং অঞ্চলসভার গঠন নিয়ে কোন বিতর্ক যাতে না হয়, সেজন্য পোলিং বুথের ভোটারদের কথা বলা হয়েছে।

(চ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে প্রজেক্টটি অনুমোদনে কী দরকার ?

JNNURM এ সমষ্টির অংশগ্রহণকে ভাবা হচ্ছে ফলপ্রসু স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন পদ্ধতি হিসাবে। সুতরাং বর্তমান সময়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এর সঙ্গে যোগশূন্য হলে এটা ফলপ্রসূ হবে না।

(ছ) CPF প্রজেক্টে যে সম্পদ তৈরী হবে তা রক্ষাণাবেক্ষণ কী ভাবে হবে ?

আর্থিক ও দায়বদ্ধতার দিকথেকে CPF প্রজেক্ট প্রস্তুতির একটি শর্তই থাকবে এই সৃষ্ট সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(জ) CPF সহায়তাপুষ্ট প্রজেক্টের টাকা কী কেবল CPF থেকেই আসবে ?

CPF এর একটি আবশ্যিক শর্ত হল, ৫-১০% টাকা সমষ্টির সদস্যরা দেবেন। এই হার শহরের দরিদ্রদের জন্য নেওয়া প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিছু কম হতে পারে।

(ঝ) তৃণমূলস্তরে আলোচনা ইত্যাদি খুবই আদর্শ কেন্দ্রিক। বাস্তবে কি সব নাগরিকরা এই আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন বা প্রকল্প নির্বাচনে একমত হতে পারবেন ? আর এর পর প্রকল্পটি কি ঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে পারবেন ?

এটা সত্য যে এর জন্য তৃণমূলস্তরে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে কিনা জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই জন্যই CPF এর দরকার। যদি নাগরিক সমাজের অংশগ্রহন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে অপরিহার্য হয় তাহলে ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে তা শুরু হওয়া দরকার। CPF এজন্য সমষ্টিকে সেভাবে প্রস্তুত করার জন্য কিছু অর্থ সক্ষমতা বৃদ্ধি সহায়ক খাতে বরাদ্দ করেছে।

(ঞ) অসরকারি সংগঠনের কার্যপ্রণালী বা ভূমিকা নিয়ে কী ভাবা হচ্ছে ?

বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সমষ্টির স্থানীয় স্তরে দক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে। স্থানীয় স্তরের অসরকারি সংগঠনদের কাছ থেকে প্রকল্পের প্রস্তুতি বা চালু কাজের প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে পারে। অসরকারি সংগঠনরাও বিভিন্ন সমষ্টির একতাবদ্ধ হওয়া এবং এই অংশগ্রহণের পদ্ধতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন।

(ট) মন্ত্রক নিজে না করে কেন প্রকল্পগুলি প্রথমে কারিগরি পরামর্শদাতা (TAG) বা প্রজেক্ট অ্যাপ্রেজাল কমিটিকে দিয়ে এর মূল্য নির্ণয় ও গুণ বিচার করাচ্ছেন ?

TAG র কাজের শর্ত হল নাগরিকদের কাজে অনেক বেশী অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করানো। এটা যাতে হয় সেই উদ্দেশ্যই সমষ্টিভাগী তহবিল (CPF) তৈরী করা হয়েছে। TAG র সদস্যগণ এই সমাজের প্রতিনিধি হওয়াতে JNNURM র ক্ষেত্রে এক প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির সৃষ্টি হবে যেখানে সমষ্টি, প্রকল্প তৈরী করবে, অনুমোদনের জন্য পাঠাবে, রূপায়ণের জন্য কাজটিও সম্পন্ন করবে। এভাবে শহর কেন্দ্রিক TAG থেকে জাতীয় স্তরে TAG এ উত্তরণ ঘটবে। মনে রাখতে হবে TAG র কাজ অর্থ বরাদ্দ করা নয়। অর্থ বরাদ্দ করার দায় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের।